মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

সমন্বয়কারী

মাহফুজা আকতার

মহাব্যবস্থাপক

সদস্য

মুহঃ গোলাম মওলা

উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ মাসুদুর রহমান

সহকারী পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৮ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০১৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.৯ শতাংশ এবং এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.৮ শতাংশ যার বিপরীতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩.৪২ শতাংশ ও ১৩.২০ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য অনুমিত উর্ধ্বসীমা ৫.৬ শতাংশ এর বিপরীতে ডিসেম্বর'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৫ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে কিছুটা হ্রাস পরিলক্ষিত হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এর চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ১৭২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে ডলারের বিপরীতে টাকার ০.১৮ ভাগ অবচিতি ঘটায় যা রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক অবদান রাখবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2)ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১১১৮৮.৯৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১৫৫৩.৬১ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল ০.৮০ শতাংশ ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এর প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২.৬৫ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত এবং তলবি আমানত যথাক্রমে ২.৯৭ শতাংশ এবং ৬.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ২.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৮ (জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.৪১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১০.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

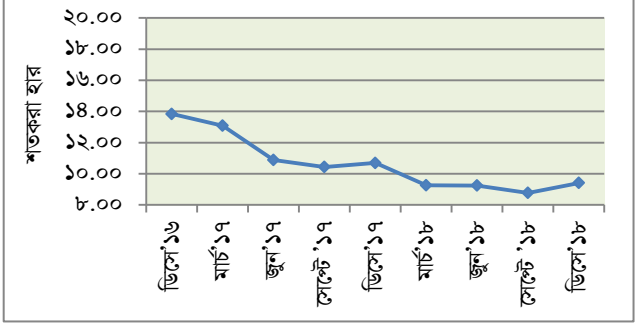

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

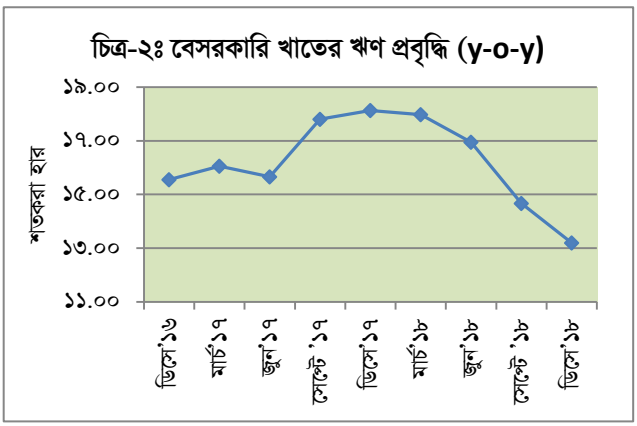

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১০৩৪০.৭৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৮০৩.৫০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী

ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১.২২ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৮ (জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.৪২ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৪.৪৮ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ২.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ১২.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ১১.৫৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ১৮.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৪.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.২৪ শতাংশ এবং ৫.৭২ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.২০ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে ছিল ১৮.১৩ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ ডিসেম্বর ২০১৭ শেষের ৮৮.৯২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে দাঁড়ায় ৮৮.৭৫ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদ ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ০.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৪৭.০০ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.২১ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ০.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে ৬.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২২৮৪.৮৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৪৬.৫৮ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ২.২৫ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ২৩২.৪৩ বিলিয়ন টাকা থেকে ৪৩.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে (-) ১৩০.৩৪ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ১.৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৪৭৬.৯২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ১০১.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৫৩.৭২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৮ (জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ১১৮.২৮ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৪৩.৬৬ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৮ (জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮.১৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৩১ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

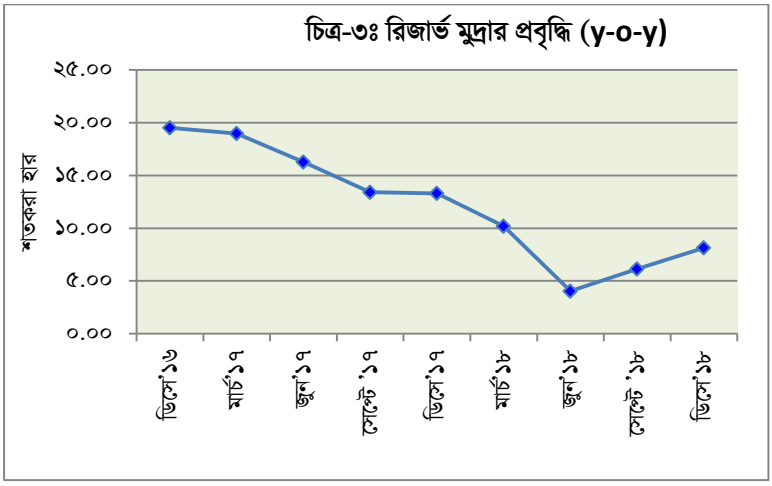

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মূল্যস্ফীতিতে ইতোপূর্বে সূচিত নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৮ শেষের ৫.৬৮ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৫ শতাংশ (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৮ শেষের ৬.৭৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৬.২১ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৮ শেষের ৪.০৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৪.৫১ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৮ শেষের ৫.৪৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৩৫ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

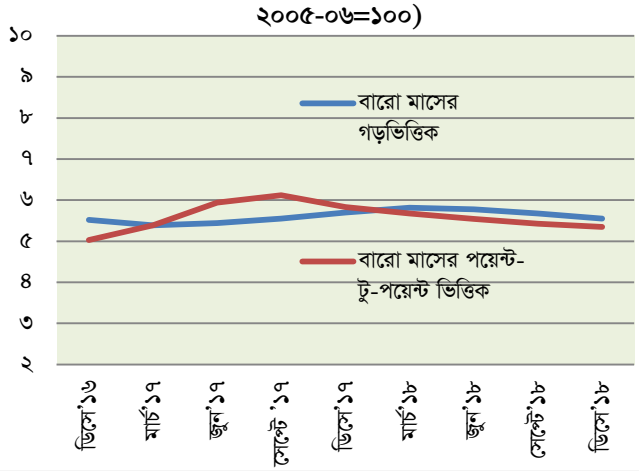

তারল্য পরিস্থিতিঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৪১.৬৬ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৫৪৬.১০ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৩.৩২ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭৫৮.১৩ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৩১.০৫ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৩৭.৪৩ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৫.৬৩ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৪৫৫.৯৯ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

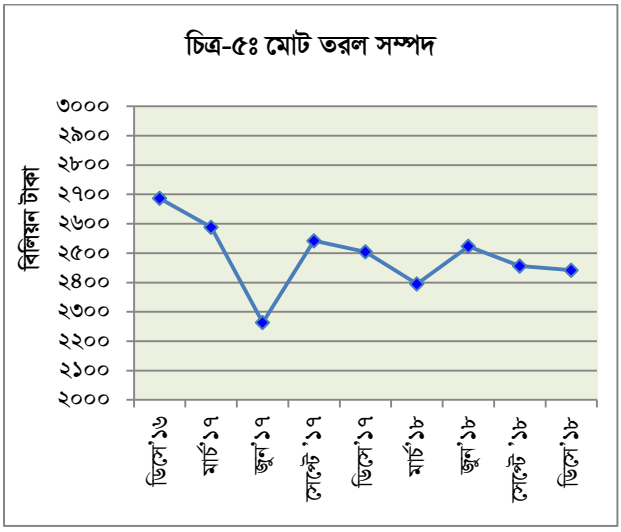

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি (শতকরা হিসেবে) (ডিসেম্বর ২০১৮)

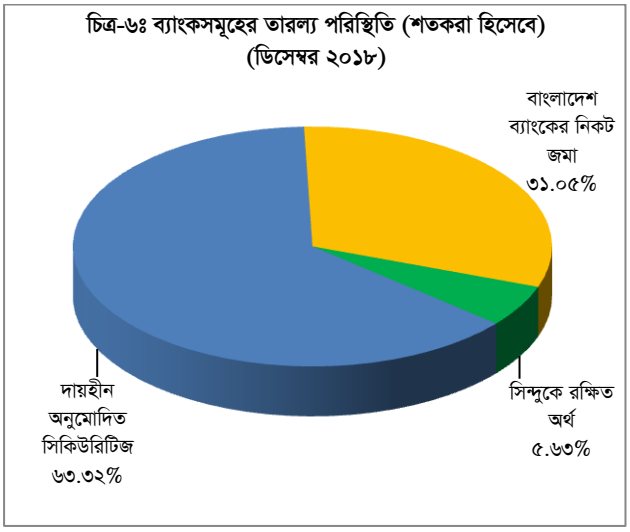

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। সম্প্রতি ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ হতে রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ভাগ থেকে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

কল মানি ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.১৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.০০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪১৩১.১৯ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪৫১২.৩৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৮১.১৬ বিলিয়ন টাকা বা ৮.৪৫ শতাংশ কম।

রেপোঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ০৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ৫০৯৯.১৪ কোটি টাকার ৩৯টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ১৫৩৫.৭২ কোটি টাকার ০৬টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.০০ থেকে ৯.০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ০৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ৪৬১৯.৮৫ কোটি টাকার ১৫টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ৩৩৮০.৬৬ কোটি টাকার ১৪টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপো ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ১৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ২টি, ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৪টি এবং ৯১ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ১৬০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৪২.৮০ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৯৫৩টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ১০১.৫৮ বিলিয়ন টাকার ২৩২টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ২২.৯৪ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৬৩.৪৯ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৫৮.৪২ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮) মোট ১৯৪.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৭১৯.২৭ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ১৭২.৩৯ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ২৩.৯৭ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৮৮.৮৬ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ২১.৬১ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ০.৫৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৩.৮৬ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ০.৬৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪২ শতাংশ। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.৯৭ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪৩ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১৬০.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ১৮৮.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ত্রৈমাসিক শেষে (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের

স্থিতি ৩০৯.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৮.০০ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২৮১.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২০৩.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭৮.০০ বিলিয়ন টাকা বেশি।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি সহ মোট ৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ৭৮.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২২১.৩২ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৫৯৬টি দরপত্রের মধ্যে ৫৩.১৭ বিলিয়ন টাকার ১৯৮টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ২৪.০৩ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৬৮.১৭ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ২৪.৮৩ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ৩১.৮৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮) মোট ৯০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৩৬.৫৮ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৮৬.৩৮ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৩.৬২ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৩.৫০৪১ শতাংশ থেকে ৮.৪১৯৮ শতাংশ এবং ৩.৭০০০ শতাংশ থেকে ৮.২৪০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৪৬.৮০ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮) শেষের স্থিতির তুলনায় ৪৯.৫৭ বিলিয়ন টাকা (৩.৫৫ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২৫.০৭ বিলিয়ন টাকা (৯.৪৬ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৪৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ২৭৯.৭৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭৭টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ১৭৯.৭৫ বিলিয়ন টাকার ৫১টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ০.০১ শতাংশ থেকে ০.০২ শতাংশ। মেয়াদ পূর্তির পর নতুন বিল ইস্যু না হওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ০.০০ (শূন্য)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮) ৯৪৪.৯৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ২৫৭টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ৫২৯.০৩ বিলিয়ন টাকার ১৫৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ০৬টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৮.০০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ৬টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ৬.৫০ বিলিয়ন টাকা ৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হার ছিল ০.০২ শতাংশ। তবে, মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় ডিসেম্বর, ২০১৮ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ০.০০ (শূন্য)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮) ৬৮.৫৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৩টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ৪৫.০৫ বিলিয়ন টাকার ২৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮) ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.২৬ শতাংশ। সেপ্টেম্বর ২০১৮ এবং ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.২৭ শতাংশ ও ৪.৯১ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৪৯ শতাংশ। সেপ্টেম্বর ২০১৮ এবং ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৫৪ শতাংশ ও ৯.৩৫ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.২৩ শতাংশে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান ছিল ৪.২৭ শতাংশ।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

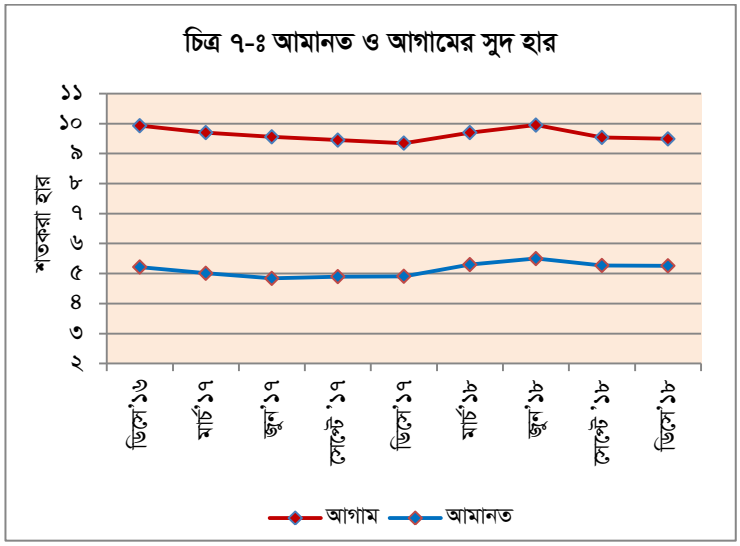

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতি ঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষের ৮৩.৭৫ টাকা থেকে শতকরা ০.১৮ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৩.৯০ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১.৪৩ ভাগ অবচিতি হয়। ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮২.৭০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৯৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। কিন্তু, এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। কিন্তু, কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ২৩১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি।

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

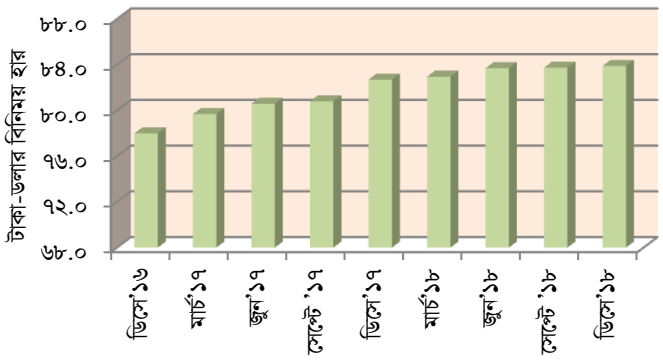

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক সেপ্টেম্বর শেষের ১০৭.২৭ থেকে ০.১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০৭.১০ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৬.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১.৯৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাত ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.৮৬ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৪.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৬০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.২৮ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮০৮[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৯৭৮[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০১৮ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭২৮[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ৩২৪৭[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮১২[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৭১৮[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২০১৬.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৬.১৩ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর, ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৩২২৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৭.৩৪ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১৮৬১.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

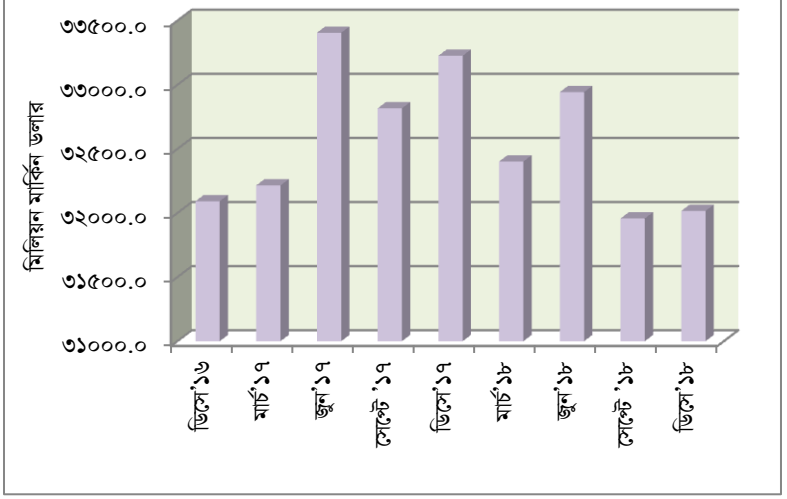

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ তুলে ধরা হলো।

স= সংশোধিত।

সা=সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত মোটরসাইকেল, কেমিক্যাল পণ্য, সিরামিক দ্রব্য, টুপি, কাঁকড়া ও কুঁচে, ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য এবং Galvanized Sheet/Coils রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সুবিধা ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত/প্রক্রিয়াকৃত এসকল পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নীট এফওবি মূল্যের ওপর ১০% হারে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারক ভর্তুকি প্রাপ্য হবে। বিশেষায়িত অঞ্চল (ইপিজেড, ইজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান হতে রপ্তানির ক্ষেত্রে আলোচ্য সুবিধা প্রযোজ্য হবে না। এসকল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০% স্থানীয় মূল্য সংযোজনের শর্ত প্রযোজ্য হবে। আলোচ্য খাতসমূহের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি ও ডিউটি ড্র-ব্যাক/শুল্ক বন্ড সুবিধা একসাথে প্রযোজ্য হবে না।
- এখন থেকে আমদানি ব্যয় পরিশোধসহ ব্যবসায়িক লেনদেন নিষ্পত্তির উদ্দেশ্য ইপিজেডের টাইপ 'এ' ও টাইপ 'বি' শিল্পগুলোর ন্যায় টাইপ 'সি' শিল্পগুলোও একই রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) বা রপ্তানি অঞ্চল (EZ)-এ অবস্থিত তাদের অধীনস্থ/সহযোগী শিল্প ইউনিটগুলোর কাছ থেকে স্বল্প পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ নিতে পারবে।
- বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় এখন থেকে বিভিন্ন সময়ে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টিসহ নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণের শর্ত শিথিল করা যাবে। ক্ষেত্র বিশেষে ডাউন পেমেন্টে ব্যতীতও এ ধরণের ঋণ পুনঃতফসিল করা এবং ঋণ পুনঃতফসিলের পর কৃষকদেরকে পুনরায় নতুন করে স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে কোন নতুন জমা ব্যতিরেকেই পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে।
- কার্ড-ভিত্তিক লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকি হ্রাস এবং গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩১-১২-২০১৮ ইং তারিখের পর হতে নতুন ব্র্যান্ডেড কার্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ প্রযুক্তির ব্যবহার রহিত করার পাশাপাশি ২৮-০২-২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোপূর্বে ইস্যুকৃত ব্র্যান্ডেড ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ কার্ডসমূহ চিপ ও পিন ভিত্তিক করার প্রক্রিয়া জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা যৌক্তিকিকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	ডিসেম্বর ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮	জুন ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৭	সেপ্টেম্বর ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৬	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
							সেপ্টেম্বর'১৮ এর	জুন'১৮ এর	সেপ্টেম্বর'১৭ এর	ডিসেম্বর' ১৭ এর	ডিসেম্বর' ১৬ এর
							তুলনায় ডিসেম্বর'১৮	তুলনায় সেপ্টেম্বর'১৮	তুলনায় ডিসেম্বর'১৭	তুলনায় ডিসেম্বর' ১৮	তুলনায় ডিসেম্বর' ১৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৪৭.০০	২৬৫২.৩৭	২৬৪৬.৭৪	২৬৪০.২৮	২৬৩০.৫৪	২৪৭২.৪৮	-৫.৩৭	৫.৬৩	৯.৭৪	৬.৭২	১৬৭.৮০
							-(০.২০)	(০.২১)	(০.৩৭)	(০.২৫)	(৬.৭৯)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৮৯০৬.৬১	৮৫৩৬.৫৮	৮৪৫৩.০৭	৭৯১৯.৮১	৭৬৫৬.৪৬	৭০৬৮.০৬	৩৭০.০৩	৮৩.৫১	২৬৩.৩৫	৯৮৬.৮০	৮৫১.৭৫
							(৪.৩৩)	(০.৯৯)	(৩.৪৪)	(১২.৪৬)	(১২.০৫)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১০৮০৩.৫০**	**১০৩৪০.৭৩**	**১০২১৬.২৭**	**৯৫২৫.৩৫**	**৯১৩৩.৪১**	**৮৩২০.৩৯**	৪৬২.৭৭	১২৪.৪৬	৩৯১.৯৪	১২৭৮.১৫	১২০৪.৯৬
							(৪.৪৮)	(১.২২)	(৪.২৯)	(১৩.৪২)	(১৪.৪৮)
i) সরকারি খাত (নীট)	৯৮১.৫২	৯৫৬.৯৫	৯৪৮.৯৫	৮৭২.৬৬	৯৪৪.৩৮	৯৮৬.৩৯	২৪.৫৭	৮.০০	-৭১.৭২	১০৮.৮৬	-১১৩.৭৩
							(২.৫৭)	(০.৮৪)	-(৭.৫৯)	(১২.৪৭)	-(১১.৫৩)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	২৩৩.৪৭	১৯৬.৩২	১৯২.০০	১৮২.৪৭	১৭৬.৭৭	১৬৩.৮০	৩৭.১৫	৪.৩২	৫.৭০	৫১.০০	১৮.৬৭
							(১৮.৯২)	(২.২৫)	(৩.২২)	(২৭.৯৫)	(১১.৪০)
iii) বেসরকারি খাত	৯৫৮৮.৫১	৯১৮৭.৪৬	৯০৭৫.৩২	৮৪৭০.২২	৮০১২.২৬	৭১৭০.২০	৪০১.০৫	১১২.১৪	৪৫৭.৯৬	১১১৮.২৯	১৩০০.০২
							(৪.৩৭)	(১.২৪)	(৫.৭২)	(১৩.২০)	(১৮.১৩)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৮৯৬.৮৯	-১৮০৪.১৫	-১৭৬৩.২০	-১৬০৫.৫৪	-১৪৭৬.৯৫	-১২৫২.৩৩	-৯২.৭৪	-৪০.৯৫	-১২৮.৫৯	-২৯১.৩৫	-৩৫৩.২১
							(৫.১৪)	(২.৩২)	(৮.৭১)	(১৮.১৫)	(২৮.২০)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১১৫৫৩.৬১**	**১১১৮৮.৯৫**	**১১০৯৯.৮১**	**১০৫৬০.০৯**	**১০২৮৭.০০**	**৯৫৪০.৫৪**	৩৬৪.৬৬	৮৯.১৪	২৭৩.০৯	৯৯৩.৫২	১০১৯.৫৫
							(৩.২৬)	(০.৮০)	(২.৬৫)	(৯.৪১)	(১০.৬৯)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৫৫৪.৫৬	২৪৪৯.৩৬	২৫৪৮.৯৪	২৩৩৭.৭৫	২৩১৩.২৩	২০৪৪.৪৭	১০৫.২০	-৯৯.৫৮	২৪.৫২	২১৬.৮১	২৯৩.২৮
							(৪.২৯)	-(৩.৯১)	(১.০৬)	(৯.২৭)	(১৪.৩৫)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৪৪৬.৭৯	১৪১০.১৯	১৪০৯.১৮	১২৯১.৩১	১৩২৮.২৩	১১৩১.৫৩	৩৬.৬০	১.০২	-৩৬.৯২	১৫৫.৪৮	১৫৯.৭৮
							(২.৬০)	(০.০৭)	-(২.৭৮)	(১২.০৪)	(১৪.১২)
ii) তলবি আমানত	১১০৭.৭৭	১০৩৯.১৭	১১৩৯.৭৬	১০৪৬.৪৩	৯৮৫.০০	৯১২.৯৩	৬৮.৬০	-১০০.৫৯	৬১.৪৩	৬১.৩৪	১৩৩.৫০
							(৬.৬০)	-(৮.৮৩)	(৬.২৪)	(৫.৮৬)	(১৪.৬২)
খ) মেয়াদি আমানত	৮৯৯৯.০৫	৮৭৩৯.৫৯	৮৫৫০.৮৭	৮২২২.৩৫	৭৯৭৩.৭৭	৭৪৯৬.০৮	২৫৯.৪৬	১৮৮.৭২	২৪৮.৫৮	৭৭৬.৭০	৭২৬.২৭
							(২.৯৭)	(২.২১)	(৩.১২)	(৯.৪৫)	(৯.৬৯)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২৩৪৬.৫৮	২২৮৪.৮৭	২৩৩৭.৪৩	২১৬৯.৮৪	২১৫২.৬০	১৯১৪.৯৮	৬১.৭১	-৫২.৫৬	১৭.২৪	১৭৬.৭৪	২৫৪.৮৬
							(২.৭০)	-(২.২৫)	(০.৮০)	(৮.১৫)	(১৩.৩১)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৪৭৬.৯২	২৫১৭.৩০	২৫৩৫.১০	২৫৩৪.৯৮	২৫০৮.১০	২৩৫৫.৩৯	-৪০.৩৮	-১৭.৮০	২৬.৮৮	-৫৮.০৬	১৭৯.৫৯
							-(১.৬০)	-(০.৭০)	(১.০৭)	-(২.২৯)	(৭.৬২)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১৩০.৩৪	-২৩২.৪৩	-১৯৭.৬৭	-৩৬৫.১৪	-৩৫৫.৫০	-৪৪০.৪১	১০২.০৯	-৩৪.৭৬	-৯.৬৪	২৩৪.৮০	৭৫.২৭
							-(৪৩.৯২)	(১৭.৫৮)	(২.৭১)	-(৬৪.৩০)	-(১৭.০৯)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	২১০.৬৭	১০৪.৪৭	২২৫.৭২	৯২.৩৯	৬৬.৯৫	৪৮.৭৩	১০৬.২০	-১২১.২৫	২৫.৪৪	১১৮.২৮	৪৩.৬৬
সরকারি খাতে নীট ঋণ							(১০১.৬৬)	-(৫৩.৭২)	(৩৮.০০)	(১২৮.০২)	(৮৯.৬০)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩২০১৬.৩০	৩১৯৫৭.৭০	৩২৯৪৩.৫০	৩৩২২৬.৯০	৩২৮১৬.৫৯	৩২০৯২.২০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ(বিলিয়ন টাকায়)	২৪৪১.৬৬	২৪৫৫.৯৯	২৫২৩.২৭	২৫০৪.৬১	২৫৪১.৯১	২৬৮৬.৭২					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৩.৯০	৮৩.৭৫	৮৩.৭০	৮২.৭০	৮০.৮০	৭৮.৭০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০৭.১০*	১০৭.২৭	১০০.৭০	১০১.০৪	১০৩.০৫	১০৮.৬৬					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৫৫	৫.৬৮	৫.৭৮	৫.৭০	৫.৫৫	৫.৫১					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

*= প্রক্ষেপিত